জোলানি দুই দেয়ালের মাঝে

সিরিয়ার নতুন সরকারের পালে আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে অনুকূল হাওয়া লেগেছে। ফলে রাজধানী দামেশকে তারা ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে নিয়েছে এবং সরাসরি তুর্কী মধ্যস্থতায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্ষমতার পাল ধরে রাখার অনুমতি পেয়েছে। এই কাহিনী এখন সবাই জানে। কিন্তু খুব বেশি দূর যেতে না-যেতেই নতুন প্রশাসন ইহুদী প্রতিবেশীদের সংকটে ধাক্কা খেলো। কেননা এই আদর্শচ্যুত জিহাদীদেরকে আমেরিকা ও ইউরোপ যেভাবে দেখে, ইহুদীরা সেভাবে দেখতে পারে না। ইউরোপ আমেরিকানরা এ বিষয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে; তারা চায় ওদেরকে পোষ মানিয়ে ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে ব্যবহার করতে। কিন্তু ইহুদীরা সবসময় তাদের বিশেষ নিরাপত্তা উদ্বেগকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য নতুন সরকারকে সমর্থন করার ঝুঁকি তারা নিতে চাচ্ছে না; যদিও দীর্ঘ সময় ধরে তারা তাওহীদ ও জিহাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছে। একই কারণে তাগুত "মুরসীর" পতন হয়েছিলো, যা কারো অজানা নয়।

এই মুহূর্তে ইহুদেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিসরে দোটানা কাজ করছে এবং সিরিয়ার নতুন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য তারা দুটি কৌশল নিয়ে চিন্তা করছে। প্রথম কৌশল হলো, তারা নিরাপত্তা ও সামরিক তৎপরতার মধ্যমে এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করে দিবে, এবং নতুন সরকারকে কোন ভাবেই বিশ্বাস করবে না; তারা যত বড় কুরবানী পেশ করুক, আর যত বড় মধ্যস্থতাকরী হাজির করুক; কিংবা জর্ডান, মিশর ইত্যাদি রাষ্ট্রের অনুকরণে যত সুন্দর প্রতিবেশী সুলভ আচরণ দেখাক-না কেন।

আর দ্বিতীয় কৌশলটি "ইহুদী জাতীয় নিরাপত্তা অধিদপ্তর" সমর্থিত। তা হলো, সিরিয়ান নতুন সরকারকে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের মিত্র হিসেবে দেখা; যেমনটি করা হয়েছিলো বিগত সরকার "আসাদের" সাথে –যে কিনা "প্রতিরোধ সংগ্রামের" স্লোগানে আকাশ বাতাস ভারি করে ফেললেও মাটিতে ছিলো ইহুদী সীমান্তের প্রতিরক্ষায় বদ্ধপরিকর। তবে পার্থক্য হচ্ছে নতুন তাগুতের মুখে "শান্তি" ছাড়া অন্য কোন স্লোগান শুনা যাচ্ছে না। কিন্তু এখন পর্যন্ত সিরিয়ার পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইহুদি নিরাপত্তা ইস্যুটি-ই প্রাধান্য পাচ্ছে। আর এটাই জোলানীর স্বপ্নভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কিনা মুসলিমদের চিরশত্রু ইহুদীদের সাথে শান্তি ও সমঝোতার সেতুবন্ধন তৈরী করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এর মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার স্বপ্ন দেখছে।

কাজেই সিরিয়ার নতুন সরকারের আসল চরিত্র তার ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিনগুলোতেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। যখন সে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলো, "নতুন সিরিয়া" ইহুদিদের জন্য কোন হুমকির কারণ হবে না এবং কাউকে এটার সুযোগও দিবে না। অবশ্য তার ক্ষেত্রে এটা অপ্রত্যাশিত কিছু ছিলো না। শুধু অন্তর্বর্তীকালীন সময় কেন, জোলানী একশত বছর ক্ষমতায় থাকলেও সে প্রতিবেশী ইহুদিদেরকে ক্রোধান্বিত করতে চাইবে না। ক্ষমতার লোভ যাকে পেয়ে বসেছে, যে তার দ্বীনকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছে শুধু এই "ঐতিহাসিক মুহূর্তটি" দেখার জন্য! আপনার কি মনে হয় সে সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ ইস্যু তথা, ইহুদিদের নিরাপত্তার প্রশ্নে নয়-ছয় করার দুঃসাহস দেখাবে!? এখন অকালপক্ক তাগুতটির একমাত্র চাওয়া, ইহুদি রাষ্ট্র তাকে যেন নতুন নিরাপত্তা প্রাচীর তৈরি করতে সহায়তা দেয়, যাতে ইহুদিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে, ঠিক যেমন অন্যান্য প্রতিবেশী আরব দেশগুলো করেছে। কিন্তু সমস্যা হলো, ইহুদিরা এখনও এই সব সমাধান প্রত্যাখ্যান করে আসছে। কারণ তাদের রয়েছে নিজস্ব নিরাপত্তা উদ্বেগ; যার ফলে তারা আরবদের উপরে বিশ্বাস রাখতে পারে না, আদর্শচ্যুত জিহাদিরা তো বহু দূর, এমনকি তারা শয়তানের পথ অনুসরণ করলেও!

বিষয়টি একটু জটিল, যা অনেকের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। কেননা ইহুদি ও মুরতাদ শাসকদের সম্পর্ক একেবারে সরল নয়। ইহুদিরা আরবের তাগুতগোষ্ঠী ও তাদের বাহিনীকে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় তাদের সাথে জোটগঠন করে ঠিকাছে; কিন্তু তারা (ইহুদিরা) তাদের উপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারে না। এটা বুঝে থাকলে আপনি বলতে পারবেন, ইহুদিদের বিমান বাহিনী কেন প্রাক্তন সরকারের নৌ-বহর ও বিমান-বহরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে
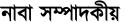
দিয়েছিলো। হ্যাঁ, শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর প্রতি ইহুদি জাতির কঠোর নিরাপত্তা মনোভাবের কারণেই তারা এমন করে থাকে। একইভাবে মিসর ও জর্ডানের সীমান্তে ইহুদিরা মুরতাদ সেনাবাহিনীর উপস্থিতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে, যদিও ওই সেনাবাহিনীগুলি মূলত তাদের সীমান্ত রক্ষার জন্যই নিয়োজিত করা হয়েছে। আর যদি সিরিয়ায় 'বিশৃঙ্খলা' ঘটে, তাহলে এই সেনাবাহিনীগুলিরও একই পরিণতি ঘটতে পারে। বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝা উচিত এবং এখানে দুটি বিষয় গুলিয়ে ফেললে চলবে না –একদিকে ইহুদিদের পক্ষ নিয়ে মুরতাদ সরকারগুলোর দালালি, অন্যদিকে তাদের প্রতি ইহুদিদের তুলনামূলক আস্থার বিষয়টি, যা ইহুদিদের নিরাপত্তার স্বার্থ বিঘ্নিত হলে যে কোন সময় ভিন্নরূপ ধারণ করতে পারে।

এই নিরাপত্তা মনোভাব অনুসারে, সম্প্রতি ইহুদিরা "দ্রুজ" সম্প্রদায়কে তাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তারা দক্ষিণ সিরিয়ার সীমান্তে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি নতুন সুরক্ষা দেয়াল নির্মাণের চেষ্টা করছে। এটি "লাহদ আর্মি" এর মতো, যা লেবাননে ইহুদিরা তাদের সীমান্ত রক্ষার জন্য তৈরি করেছিল। আর এটা মহান আল্লাহর বাণীকেই সত্যায়ন করে; তিনি বলেন:

{لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ}

{এরা সবাই সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না, কিন্তু শুধু সুরক্ষিত জনপদের ভিতরে অথবা দূর্গ-প্রাচীরের আড়ালে থেকে;} বিষয়টি সিরিয়ার নতুন সরকারকে বাস্তব সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। একদিকে ইহুদি সমর্থনপুষ্ট দ্রুজ সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধকতার দেওয়াল টপকাতে হচ্ছে, অন্যদিকে এই দেয়ালের ভূমিকা পালন করতে দ্রুজদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। এখানে মনে করে দেখুন, "বিপ্লবী চেতনা" ফেরি করার প্রাক্কালে নতুন সিরিয়ান সরকারের নেতৃবৃন্দের দেওয়া সেই চটকদার স্লোগান ও বিবৃতিগুলো, ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করার হুমকি, এবং ফিলিস্তিনকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিসহ আরো রকমারি শ্লোগান -যা আরব তাগুতদের চর্বিত চর্বন বলা যায়। কিন্তু যখন ক্ষমতার আসনে বসা হয়ে গেলো, তখন তারা পূর্বের শ্লোগানগুলো অস্বীকার করতে শুরু করলো, এবং "বিপ্লবী চেতনা" আর "রাষ্ট্রীয় চেতনার" তুলনা দেখিয়ে নিজেদের সাফাই গাইতে লাগলো। যেন দুই চেতনা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছে। তাহলে যারা প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের দোরগোড়ায় পা রাখতে না রাখতেই বিপ্লবের পোশাক খুলে ফেলে এবং ক্রুসেডারদের বিমানের ছত্রছায়ায় ক্ষমতায় পদার্পণ করে, আপনার কি মনে হয় তারা শরীয়াহ শাসন আঁকড়ে ধরবে, যখন শরীয়াহকে তারা ক্ষমতার প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখে!?

এ পর্যায়ে এরা-সহ আরো যারা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ সংক্রান্ত মাত্রাতিরিক্ত অভিযোগ তুলতো, তাদের ভূমিকা সম্পর্কে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। অথচ দাওলাতুল ইসলামের সাথে ইহুদিদের সরাসরি বর্ডার সংযোগ ছিলো না; শুধুমাত্র একটি দিক থেকে দূরবর্তী সংযোগ ছিলো, সেখানে দাওলাহ সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। অতঃপর তার বিরুদ্ধে সবাই মিলে জোট গঠন করেছে এবং এ জোটে 'হামাস'ও অংশ নিয়েছে এবং "মিশরের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায়" হাতে হাত রেখে কাজ করেছে। আবার আজকের মিশর সে হামাসকেই গলা টিপে ধরেছে "ইহুদিদের জাতীয় নিরাপত্তা" রক্ষার স্বার্থে!

অন্যদিকে নতুন সিরিয়ান সরকারের সেনাবাহিনী এখন পূর্ববর্তী নুসাইরী সরকারের মতো একই ভূমিকা রাখতে চলেছে। দক্ষিণ সীমান্ত জুড়ে ইহুদিদের সাথে তাদের যে সীমানা রয়েছে, সেখানে নিজের 'অধিকার' চর্চার চিন্তাটুকু পর্যন্ত সে করতে পারে না। অথচ ইহুদিরা তার ভূমিতে আগ্রাসন চালিয়ে নিজেদের আস্তানা গেড়ে নিয়েছে, জোলানির সেনাদের চোখের সামনে দিয়ে তারা সিরিয়ার ভিতরে ঢুকছে-বের হচ্ছে। আর বিপ্লবী সরকার কেবল "নিন্দাজ্ঞাপন" জানিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে; ঠিক "বিপ্লব-পূর্ববর্তী" সরকারের মতো।

কোন কাজে কেউ যদি সামর্থ্যের সবটুকু দেয়, এবং চেষ্টা ও সদিচ্ছার কোন ঘাটতি না থাকে, তবে সে কাজটি সফলভাবে করতে না পারলেও তাকে দোষারোপ করা যায় না। কেননা আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কাউকে কিছু চাপিয়ে দেন না। কিন্তু কেউ অবহেলা করলে, কাজের প্রতি তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা না থাকলে, বরং সে যদি কাজ না করার বৈধতা তৈরী করে, তবে তাকে নির্দোষ বলা যায় না। এখানেই পার্থক্য হয়ে যায়, যারা ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুখিয়ে থাকে এবং যেকোনো ভাবে, যে কোন উপায়ে ইহুদিদের নিকট পৌঁছে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য উৎসাহিত উদ্বুদ্ধ করে; আর যারা ইহুদিদের মুখোমুখি না হওয়ার জন্য শরয়ী বৈধতা আবিস্কার করে এবং হেকমতের অন্তরালে গা ঢাকা দিয়ে 'সিরিয়ান হাউজের' সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চায়। তাহলে দাওলাতুল ইসলামের বেলায় তাদের এই উদারতা আর অজুহাতের ঝুলি কোথায় ছিলো? বরং এবারো বিপ্লবের পুরো সময় জুড়ে তারা সবাই মিলে চেষ্টা করেছে দাওলাহ যেন (ইহুদিদের সাথে লাগোয়া) দক্ষিণ সীমান্তে পৌঁছাতে না পারে। 'ইহুদি হাউজ'কে রক্ষা করার জন্য তাদের চেষ্টা ও সদিচ্ছার কোন ঘাটতি আছে কি!?

পরিশেষে বলবো, আগামী দিনে শামের ভূমিতে ইহুদিদের সাথে সম্পর্কের ধরণ জাহেলী বিপ্লবের রাজনীতি কিংবা তার সাংবিধানিক সরকারের ইচ্ছানুরূপ হবে না। কেননা একেকটি ঘটনা ইহুদি রাষ্ট্রের সাথে চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিকে ধাবিত করছে। ইহুদিরাও দিন দিন মুমিনদের আবাসভূমিতে অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি করছে। যা মুসলিমদেরকে তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জোড়ালো নির্দেশ প্রদান করে। তবে এবারের লড়াই

তাগুতগোষ্ঠী ও তাদের কুফরী মতাদর্শের ছায়াতলে হবে না। এবারের লড়াই হবে ইসলাম ও তার শরীয়াহর ছায়াতলে। চোখ মেলে দেখুন, সেদিন খুব বেশি দূরে নয়।